দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 11 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স চালু রাখার আবেদন

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দেশের একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়টি বিগত ৩০ বছর যাবৎ শিক্ষাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়া আসিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এবং আরও বস্তুনিষ্ঠ ও যুগপোযোগী বিদ্যার্জনের কথা চিন্তা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগে পৃথকভাবে অনার্স শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং গত ১৯৮৫ সাল হইতে এই মহাবিদ্যালয়ে ৫টি বিভাগে অনার্স চালু করা হয়। এই বিভাগগুলি হইতেছে- (ক) খাদ্য, পুষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা (খ) গৃহ পরিচালনা ও বাসস্থান (গ) শিশু পরিবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক (ঘ) ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং (ঙ) বস্ত্র ও পরিচ্ছদ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগে পাঠরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করিয়া আসিতেছে। অধ্যয়নরতা বিভিন্ন ছাত্রীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্রে নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া এখন অগ্রসরমান ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা যাইতেছে যে, বিভিন্ন বিভাগে অনার্স কোর্স বন্ধ করিয়া দেওয়ার পাঁয়তারা চলিতেছে। জানা যাইতেছে যে, মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবহেতু এবং স্থান সংকুলান হয় না বিধায় এই পৃথক পৃথক অনার্স কোর্স বন্ধ করিয়া দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেখানে প্রাধান্য দিয়া আসিতেছেন সেই ক্ষেত্রে রাজধানীতে অবস্থিত এবং দেশের একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবহেতু সম্প্রসারিত বিষয়সমূহ সংকুচিত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক। লক্ষ্য করা যায় যে, যেখানে দুপুর ১২·৩০টার পর অনেক শ্রেণী কক্ষই অব্যবহৃত পড়িয়া থাকে, সেখানে স্থান সংকুলানের যে প্রশ্ন তা একেবারেই অবান্তর। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে অধ্যয়নরতা ছাত্রীরা ইতোদ্দম এবং মনোবল হারাইতে বসিয়াছে। দীর্ঘ প্রায় চারটি মূল্যবান বছর অতিক্রান্ত করার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রীকে হতাশায় ভুগিতে হইতেছে। কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যাচের ছাত্রীরা পৃথকভাবে বিভিন্ন বিভাগে অনার্স পড়ার পর ইহা যদি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে চাকুরীর সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে।

বর্তমান আধুনিক ও কারিগরি যুগে সকল ক্ষেত্রে সম্প্রসারণবাদনীতি চালু হইলেও গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত সংকোচন নীতি বড়ই বেদনাদায়ক। তাই আমরা এই কলেজে অধ্যয়নরতা ছাত্রীরা এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাইতেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, যেখানে শিক্ষকের অপ্রতুলতার কারণ দেখাইয়া কোর্স বন্ধ করার কথা চিন্তা করা হয় সেখানে জনৈক শিক্ষিকা কিভাবে গৃহ-শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। শোনা যায়, তিনি ক্লাস না নিয়া ব্যাচে ব্যাচে গৃহ-শিক্ষকতা করেন।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ তথা নারী সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন বিভাগে চালু অনার্স কোর্স যাহাতে বন্ধ না হয় সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ের
ছাত্রীবৃন্দ।